শিক্ষা উপকরণ

শিক্ষা উপকরণ

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারে আমাদের অনেকেরই অনীহা কাজ করে। অনেকেই মনে করেন শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার বা প্রস্তুত করার জন্য অনেক সময় এবং শ্রমের প্রয়োজন। এজন্য আমরা সাধারণত শ্রেণিকক্ষে বই, চক বোর্ড, মার্কার কলম ইত্যাদি সাধারণ উপকরণ ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু শিখন-শেখানো কাজকে সুন্দর, সহজ, প্রাণবন্ত করে তোলার জন্য আরো অনেক উপকরণ দরকার হয়। যেগুলো পাঠের উদ্দেশ্য অর্জনে খুব সহায়ক। এসব উপকরণ হাতে বানানো, প্রকৃতি থেকে সংগ্রহ বা বাজার থেকে কিনে ব্যবহার করা যায়। যে সমস্ত উপকরণ পাঠগ্রহণ ও পাঠদানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কাজকে বিশেষভাবে সহায়তা করে সেগুলোকে বিশেষ ধরনের শিক্ষা উপকরণ বলা যায়।

শিখন- শেখানো কাজকে সহজ, সরল, প্রাণবন্ত, আকর্ষণীয় এবং শিখনকে স্থায়ী করে তুলতে যে সমস্ত বস্তু বা সামগ্রী অবদান রাখতে পারে সেগুলোকে শিক্ষা উপকরণ বলা হয়। শিক্ষা উপকরণের যথাযথ ব্যবহারে শিক্ষক খুব সহজেই এবং কম সময়েই শিক্ষার্থীর কাছে পাঠের বিষয়বস্তু বোধগম্য করে তুলতে পারেন। অর্থাৎ শিখনকে স্থায়ী এবং কার্যকর করে তুলতে শিক্ষা উপকরণের প্রয়োজনীয়তা অসীম। এতে করে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার বৃদ্ধি ঘটে এবং শিক্ষার্থীরা পাঠে অধিক মনোযোগি থাকে। গুণগত শিক্ষার প্রসারে, ২১ শতকের উপযোগী সৃজনশীল শিক্ষার্থী প্রস্তুত করতে এবং Sustanable Development Goal-4 (SDG-4) অর্জনে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারে আমাদের মনোযোগী হতে হবে।

- Cone of Learning

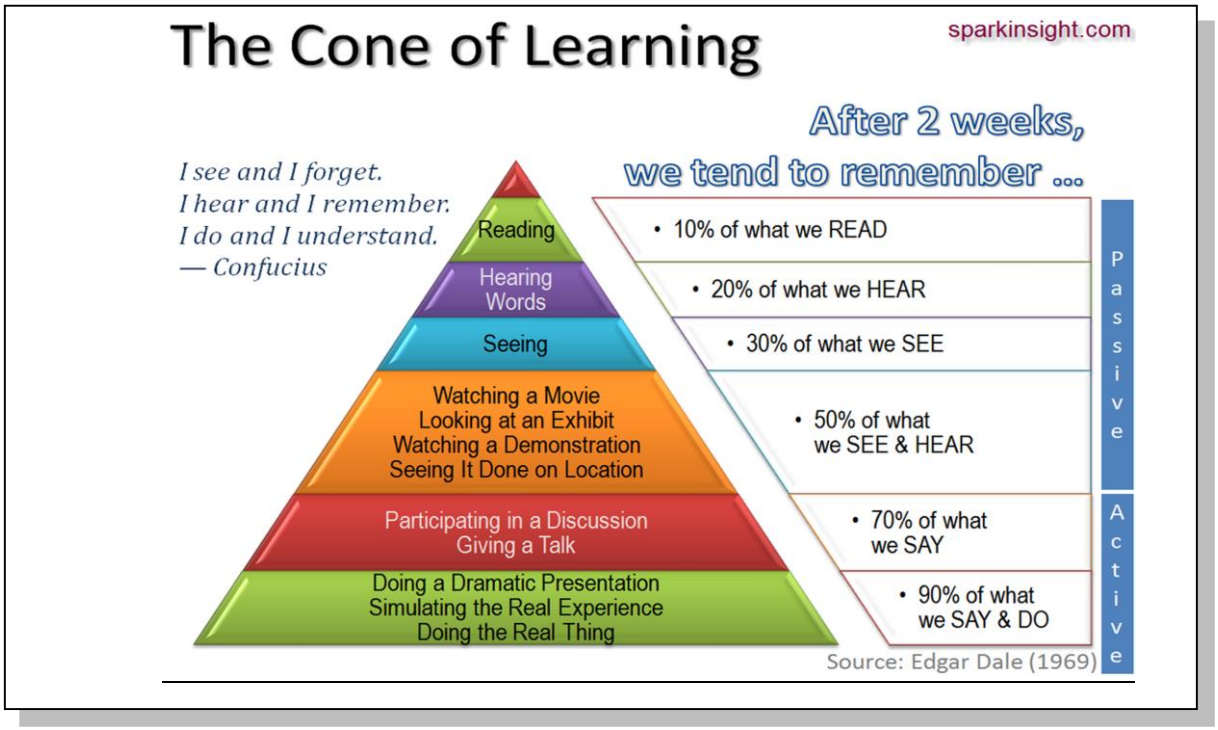

শিক্ষা উপকরণের প্রকারভেদ

শিক্ষা উপকরণের প্রকার আলোচনা করতে গিয়ে অনেক শিক্ষাবিদ অনেকরকমভাবে শ্রেণিকরণ করেছেন। এখানে আমরা শিক্ষা উপকরণের ব্যবহারিক দিক বিবেচনা করে এবং গুণ বা কার্যকারিতা অনুযায়ী যে শ্রেণিকরণ করা হয়েছে তা আলোচনা করবো। শিক্ষা সহায়ক উপকরণের মধ্যে শ্রবণ ও দর্শনমূলক উপকরণাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রবণ ও দর্শন সহায়ক

উপকরণ বলতে এমন ধরনের শিক্ষা উপকরণ বা পাঠ সহায়ক উপকরণসমূহকে বোঝায় যার কোনটি দর্শনযোগ্য, কোনটি শ্রবণযোগ্য এবং কোনটি একই সাথে দর্শন ও শ্রবণযোগ্য। এই দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষা উপকরণ বা পাঠ সহায়ক উপকরণকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যথা-

- ✓ শ্রবণ ভিত্তিক শিক্ষা উপকরণ ।
- ✓ দর্শন ভিত্তিক শিক্ষা উপকরণ
- ✓ শ্রবণ ও দর্শন ভিত্তিক উপকরণ

	শ্রবণ ভিত্তিক শিক্ষা উপকরণ	দর্শন ভিত্তিক শিক্ষা উপকরণ	শ্রবণ ও দর্শন ভিত্তিক উপকরণ
বিনামূল্যের উপকরণ	কাগজ, জড়ি, শুকনা পাতা,খালি চিপস প্যাকেট ব্যবহার করে নানা ধরণের আওয়াজ সৃষ্টি করা	পুস্তক, পাতা, ফুল, প্লাস্টিক বোতল, কাঠের টুকরা, মাটি, বালি, কাদা, নষ্ট ইলেকট্রিক বাল্ব ইত্যাদি	বৃষ্টি পড়া, পাতা পড়ার দৃশ্য এবং শব্দ
স্বল্পমূল্যের উপকরণ	নারিকেলের মালই এবং তার ব্যবহার করে টেলিফোনিক উপকরণ	জাতীয় পতাকা ,চার্ট, কাগজের তৈরি জিনিস, মাটির জিনিসপত্র, ম্যাপ, জার্নাল, ম্যাগাজিন ইত্যাদি	বিভিন্ন ধরণের ব্যাটারী চালিত খেলনা যা কমদামে পাওয়া যায়। যেমন- গাড়ি, পুতুল ইত্যাদি
মূল্যবান উপকরণ	রেডিও, টেপরেকর্ডার, গ্রামোফোন, মাইক্রোফোন, মোবাইল ফোন ইত্যাদি	গ্লোব, প্রজেক্টর , মাইক্রোস্কোপ, মডেল, কম্পিউটার এক্সেসরিজ, Over Head Project (OHP) ইত্যাদি	টেলিভিশন, ডিভিডি প্লেয়ার, মনিটর, কম্পিউটার, চলচিত্র, ছিনেমা, মাল্টিমিডিয়া, স্মার্ট ফোন

শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের নীতিমালা

শিক্ষা উপকরণ তৈরি করার পর তার ব্যবহার-উপযোগিতা যাচাই করা আবশ্যক। শিক্ষক বা শিক্ষিকার পাঠদানে এবং শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগ্রহণে শিক্ষা উপকরণ কি পরিমাণ সাহায্য করতে সক্ষম তা পরখ করে দেখার পরই মন্তব্য করা যাবে যে, শিক্ষা উপকরণ শিক্ষোপযোগী হয়েছে কিনা। শিক্ষোপকরণের সুবিবেচনাপ্রসুত ব্যবহারই শিক্ষার মান বৃদ্ধি ও শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় করতে পারে। একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকা শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ হয়ে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করার জন্য এর পরিকল্পনা প্রয়োগ ও পরখ করে উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করতে তৎপর হতে পারে না। শিক্ষা উপকরণ যথাযথভাবে ব্যবহারে নিম্নিলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি দেয়া উচিত-

- শিক্ষা উপকরণ বাছাই: শিক্ষার্থীর বয়স, গ্রহণক্ষমতা, আগ্রহ ইত্যাদির প্রতি খেয়াল রেখে কি ধরণের শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার যথোপযুক্ত হবে তা নির্বাচন করা বা বাছাই করা আবশ্যক।
- শিক্ষকের পূর্ব-প্রস্তুতি: শিক্ষক শিক্ষাপোকরণ ব্যবহার করার পূর্বেই তার পূর্ণ ব্যবহারের কলাকৌশল আয়ত্ত করবেন, যাতে ক্লাসে গিয়ে কোন সমস্যা বা অসুবিধার সম্মুখীন না হন।
- উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতনতা : শিক্ষক শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের কারণ বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিজে অবহিত থাকবেন এবং শিক্ষা-উপকরণ ব্যবহারের ফলে সেই উদ্দেশ্য কতটকু সফল হয়েছে তাও সচেতনতার সাথে লক্ষ্য করবেন।
- সঠিক পন্থা : কোন পন্থা অবলম্বন করলে উপকরণটির দ্বারা শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহ বাড়ানো যায়- তা খেয়াল রাখবেন।
- প্রয়োজনীয়তা : প্রয়োজনে বিভিন্ন বিষয়ের পাঠদানে এটি ব্যবহার করা যাবে কি না।
- মূল্যমান : উপকরণের কাঁচামাল, স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য কিনা, বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে পাওয়া সম্ভব কি না।

- টিকশই : উপকরণটি কতদিন পর্যন্ত ব্যবহারযোগ্য থাকবে, কিভাবে প্রস্তুত করলে তার স্থায়িত্ব আরো বাড়ানো সম্ভব।
- ব্যবহার উপযোগিতা : শিক্ষোপকরণটির কাঠামো শ্রেণিতে ব্যবহার-উপযোগী কিনা বিবেচনা করা।

অষ্টম শ্রেণির “বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়” বিষয়টির ছকে উল্লেখিত পাঠ গুলোর বিষয়বস্তু গুলো পাঠদানের জন্য কি কি উপকরণ ব্যব্যহার করা যায় তা প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য জোড়ায় কাজ করে ছকে লিখতে বলবেন।

বিষয়	বাংলার নবজাগরণ ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভব	৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ও বাঙ্গালীর স্বাধীনতার প্রস্তুতি	ঢাকার বাইরে প্রত্ননিদর্শন	সামাজিকীকরণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রভাব	প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণ
উপকরণ					